মাসুদ অরুন, আমজাদ হোসেনসহ ২২ জন পেলেন ধানের শীষ

মেহেরপুর-১ আসনের বিএনপি মনোনীত প্রার্থী মাসুদ অরুন ও মেহেরপুর-২ আসনের বিএনপি মনোনীত প্রার্থী আমজাদ হোসেনসহ মোট ২২ জন প্রার্থীর হাতে ধানের শীষ প্রতীক তুলে দিয়েছেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান।

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে গতকাল সোমবার দুপুরে যশোর উপশহরের ক্রীড়া উদ্যানে আয়োজিত জনসভায় তিনি এসব প্রার্থীর নাম ঘোষণা করেন ও প্রতীক তুলে দেন।

সকাল থেকেই কুষ্টিয়া, চুয়াডাঙ্গা, মেহেরপুর, মাগুরা, ঝিনাইদহ ও নড়াইল জেলা থেকে দলীয় প্রার্থীসহ বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের নেতা- কর্মীরা মিছিল নিয়ে সমাবেশস্থলে আসতে শুরু করেন। বেলা ১২টার মধ্যেই জনসভাস্থল কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে যায়। সমাবেশে তারেক রহমান যশোরসহ এই সাত জেলার বিএনপি মনোনীত প্রার্থীদের পরিচয় করিয়ে দেন।

মনোনীত প্রার্থীরা হলেন, মাসুদ অরুন (মেহেরপুর-১), মো. আমজাদ হোসেন (মেহেরপুর-২); মো. নুরুজ্জামান লিটন (যশোর-১), মোছাঃ সাবিরা সুলতানা (যশোর-২), অনিন্দ্য ইসলাম অমিত (যশোর-৩), মতিয়ার রহমান ফারাজী (যশোর-৪), রশীদ আহমদ (যশোর-৫), মো. আবুল হোসেন আজাদ (যশোর-৬); রেজা আহমেদ (কুষ্টিয়া-১), রাগীব রউফ চৌধুরী (কুষ্টিয়া-২), মো. জাকির হোসেন সরকার (কুষ্টিয়া-৩), সৈয়দ মেহেদী আহমেদ রুমী (কুষ্টিয়া-৪); মো. শরীফুজ্জামান (চুয়াডাঙ্গা-১), মাহমুদ হাসান খান (চুয়াডাঙ্গা-২); মো. মনোয়ার হোসেন (মাগুরা-১), নিতাই রায় চৌধুরী (মাগুরা-২);

মো. আসাদুজ্জামান (ঝিনাইদহ-১), মো. আব্দুল মজিদ (ঝিনাইদহ-২), মোহাম্মদ মেহেদী হাসান (ঝিনাইদহ-৩), মো. রাশেদ খান (ঝিনাইদহ-৪); বিশ্বাস জাহাঙ্গীর আলম (নড়াইল-১) ও এ. জেড. এম. ফরিদুজ্জামান (নড়াইল-২)।

বিএনপির নেতারা জানান, জনসভা শেষে তারেক রহমান হেলিকপ্টারযোগে ঢাকায় ফেরেন। এর আগে তিনি খুলনায় আরেকটি নির্বাচনী জনসভায় বক্তব্য দেন।

[redacted]

[redacted]

আমাকে ভোট দেওয়া মানেই তারেক রহমানকে ভোট দেওয়া-রাশেদ খান

আমাকে ভোট দেওয়া মানেই দেশনায়ক তারেক রহমানকে ভোট দেওয়া, এমন মন্তব্য করেছেন ঝিনাইদহ-৪ আসনে বিএনপির মনোনীত ধানের শীষ প্রতীকের প্রার্থী রাশেদ খান।

মঙ্গলবার (৬ জানুয়ারি) দুপুরে এক ভিডিও বার্তায় তিনি এ কথা বলেন। রাশেদ খান জানান, বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান এবং দলের হাইকমান্ড তাকে ঝিনাইদহ-৪ আসনে মনোনয়ন দিয়েছেন। মনোনয়ন পাওয়ার পর থেকেই তিনি এলাকায় নির্বাচনী কার্যক্রম শুরু করেছেন। তিনি বলেন, ঝিনাইদহ-৪ আসন একটি বিএনপি অধ্যুষিত এলাকা। এ আসনে অতীতেও একাধিকবার ধানের শীষের প্রার্থী বিজয়ী হয়েছেন। এখানকার মানুষ ধানের শীষ প্রতীকের প্রতি আস্থাশীল। দলীয় সিদ্ধান্তের অংশ হিসেবেই তাকে এই আসনে প্রার্থী করা হয়েছে।

রাশেদ খান আরও বলেন, ঝিনাইদহ তার নিজ জেলার এলাকা। আমি জাতীয় পর্যায়ের রাজনীতিবিদ হিসেবে তিনি যেকোনো আসন থেকে নির্বাচন করতে পারেন। বিএনপির অনেক নেতাই নিজ নিজ জন্মস্থান বা পছন্দের এলাকা থেকে নির্বাচন করেন। এই আসনে একাধিক নেতা আগ্রহী ছিলেন, তবে শেষ পর্যন্ত দল তাকে মনোনয়ন দিয়েছেন।

মনোনয়ন না পেয়ে যারা ক্ষুব্ধ হয়েছেন, তাদের উদ্দেশে তিনি বলেন, আমি তাদের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানাই, আসুন আমরা সবাই একসাথে কাজ করি এবং বিএনপির হাতকে শক্তিশালী করি। তিনি আশা প্রকাশ করেন, দলীয় শৃঙ্খলা রক্ষা করে কেউই স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে মাঠে থাকবেন না।

তিনি বলেন, তৃণমূলের নেতাকর্মীরাই দলের প্রকৃত শক্তি। শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের আদর্শে বিশ্বাসী এবং দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়াকে শ্রদ্ধাকারী সবাইকে তারেক রহমানের নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ হয়ে ধানের শীষের পক্ষে কাজ করতে হবে।

রাশেদ খান আরও বলেন, এবারের নির্বাচন আগের যেকোনো নির্বাচনের চেয়ে ভিন্ন। এখানে উচ্চকক্ষ ও নিম্নকক্ষ রয়েছে। ধানের শীষে যত বেশি ভোট পড়বে, তত বেশি আসন বিএনপি পাবে। স্বতন্ত্র প্রার্থীর ভোট বাস্তবে কোনো কাজে আসবে না।

তিনি দৃঢ় আশাবাদ ব্যক্ত করে বলেন, ঝিনাইদহ-৪ আসনে যাকেই বিএনপি ধানের শীষের প্রার্থী করবে, তিনিই জয়ী হবেন। আমি আমার জয়ের ব্যাপারে শতভাগ আশাবাদী।

শেষে তিনি বলেন, ধানের শীষে ভোট দিলে বিএনপি ক্ষমতায় আসবে, আর সেটাই হবে দেশনায়ক তারেক রহমানকে বিজয়ী করা। বিএনপিই একমাত্র দল যাদের রাষ্ট্র পরিচালনার অভিজ্ঞতা রয়েছে। বিএনপি ক্ষমতায় এলে দেশের জনগণ ভালো থাকবে এবং তারুণ্যের স্বপ্ন বাস্তবায়িত হবে।

তারেক রহমানকে বহনকারী বিমানের পাইলট ইন কমান্ডার ছিলেন মেহেরপুরের ইমন

দীর্ঘ ১৭ বছরের অপেক্ষার অবসান ঘটিয়ে ২৫ ডিসেম্বর দেশে ফিরছেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান। সফরসঙ্গী হিসেবে তার সাথে আছেন সহধর্মিণী ডা. জুবাইদা রহমান, কন্যা ব্যারিস্টার জাইমা রহমান এবং তাদের আদরের পোষা বিড়াল ‘জেবু’।

গতকাল বুধবার (২৪ ডিসেম্বর) রাত সোয়া ১২টার দিকে (স্থানীয় সময় সন্ধ্যা সোয়া ৬টায়) লন্ডনের হিথ্রো বিমানবন্দর থেকে তারেক রহমানকে বহনকারী বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনের ফ্লাইটটি ঢাকার পথে রওনা হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার বেলা ১১টা ৪৫ মিনিটে ঢাকার হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অবতরণ করেন তিনি।

বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানকে লন্ডন থেকে ঢাকায় বহনকারী বিশেষ ফ্লাইট পরিচালনার দায়িত্বে রয়েছেন তিনজন জ্যেষ্ঠ ও অভিজ্ঞ পাইলট। ফ্লাইটের পাইলট-ইন-কমান্ড হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন মেহেরপুরের কৃতি সন্তান ক্যাপ্টেন ইমামুল ইসলাম ইমন, যিনি দীর্ঘ অভিজ্ঞতা ও পেশাগত দক্ষতার জন্য পরিচিত।

ডেকে তার সঙ্গে সহকারী পাইলট হিসেবে আছেন দুই অভিজ্ঞ ক্যাপ্টেন—রাশেদিন ও আসিফ ইকবাল।

বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনসের একাধিক সূত্র গণমাধ্যমকে জানিয়েছে, তারেক রহমানের দেশে প্রত্যাবর্তনের বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করে অভিজ্ঞ ও সিনিয়র পাইলটদের সমন্বয়ে এই ফ্লাইট ক্রু গঠন করা হয়েছে।

মাতৃভূমিতে তারেক রহমান

দীর্ঘ ১৭ বছর পর দেশের মাটিতে পা রাখলেন তারেক রহমান। আজ সকাল ১১টা ৪০ মিনিটে ঢাকার হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে তারেক রহমানকে বহনকারী বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনসের বিজি ২০২ ফ্লাইটটি অবতরণ করে।

এ সময় তার সঙ্গে ছিলেন স্ত্রী ডা. জুবাইদা রহমান এবং মেয়ে ব্যারিস্টার জাইমা রহমান।

দলীয় সূত্রে জানা গেছে, বিমানবন্দরের রেড জোনে তাকে শুভেচ্ছা জানাবেন দলের স্থায়ী কমিটির সদস্যরা।

সেখান থেকে বের হয়ে ঢাকার ৩০০ ফিট সড়কে দলের আয়োজিত গণসংবর্ধনা সমাবেশে যাবেন তারেক রহমান। সেখানে তিনি নেতাকর্মীদের উদ্দেশে ভাষণ দেবেন।

এরপর তারেক রহমান মায়ের সঙ্গে দেখা করতে এভারকেয়ার হাসপাতালে যাবেন। এরপর তাঁর গুলশানের বাসভবনে ফেরার কথা রয়েছে।

এর আগে সকাল ৯টা ৫৫ মিনিটে সিলেটের ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অবতরণ করে। সেখানে গ্রাউন্ড টার্নঅ্যারাউন্ডের পর সকাল ১১টা ১২ মিনিটের দিকে ঢাকার উদ্দেশে যাত্রা শুরু করে।

তারও আগে বুধবার লন্ডনের (২৪ ডিসেম্বর) স্থানীয় সময় সন্ধ্যা ৬টা ১৫ মিনিটে (বাংলাদেশ সময় রাত ১২টা ১৫ মিনিট) তারেক রহমানকে বহনকারী ফ্লাইটটি লন্ডনের হিথ্রো বিমানবন্দর ত্যাগ করে।

এদিকে ঐতিহাসিক এই মাহেন্দ্রক্ষণে প্রিয় নেতাকে বরণ করে নিতে রাজধানীর জুলাই ৩৬ এক্সপ্রেসওয়েতে এসেছে লাখ লাখ মানুষ।

তীব্র শীত উপেক্ষা করে রাত থেকে সমাবেশস্থলে অবস্থান নেন দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা মানুষ। এদিন বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের ভিড় বাড়তে শুরু করে। ভোর থেকে স্লোগানে স্লোগানে মুখরিত পুরো এলাকা।

সরেজমিন দেখা গেছে, রাজধানীর প্রায় সব এলাকা থেকে দল বেঁধে হেঁটে কিংবা বাস-ট্রাক-মোটরসাইকেলে করে স্লোগান দিতে দিতে ৩০০ ফিট ও বিমানবন্দরের দিকে যাচ্ছেন বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মীরা।

ঢাকায় যাচ্ছেন মেহেরপুরের ৫ হাজার বিএনপি নেতাকর্মী

দীর্ঘ ১৭ বছর পর আগামী ২৫ ডিসেম্বর দেশে ফিরছেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান। এ খবরে রাজনৈতিক অঙ্গনে শুরু হয়েছে নানা আলোচনা ও জল্পনা।

দলীয় প্রধানের আগমনকে ঘিরে প্রস্তুতি সভা ও আনন্দ মিছিল করছেন মেহেরপুর জেলা বিএনপি এবং এর অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীরা।

ইতোমধ্যে ঢাকায় যাওয়ার জন্য বাস ও মাইক্রোবাস ভাড়াসহ নানা প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে। জেলাজুড়ে বিএনপি ও অঙ্গ সংগঠনের নেতাকর্মীদের মধ্যে উৎসবমুখর পরিবেশ বিরাজ করছে। মেহেরপুর জেলার তিনটি উপজেলা থেকে তারেক রহমানকে স্বাগত জানাতে ঢাকায় যাবেন প্রায় ৫ হাজার নেতাকর্মী। এ জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক বাস ও মাইক্রোবাস প্রস্তুত রাখা হয়েছে।

মেহেরপুর জেলা বিএনপির সভাপতি জাবেদ মাসুদ মিল্টন জানান, বিএনপি ও অঙ্গ সংগঠন মিলিয়ে প্রায় ৫ হাজার নেতাকর্মী ঢাকায় যাবেন। ইতোমধ্যে বাস ও মাইক্রোবাস ভাড়া সম্পন্ন করা হয়েছে।

তারেক রহমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন উপলক্ষে মেহেরপুরে বিএনপির আনন্দ মিছিল

দীর্ঘ ১৭ বছরের প্রবাসজীবন শেষে বিএনপি’র ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের আগামী ২৫ ডিসেম্বর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন উপলক্ষে মেহেরপুরে জেলা বিএনপির উদ্যোগে আনন্দ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল মঙ্গলবার সন্ধ্যা সাতটার দিকে মেহেরপুর জেলা বিএনপি’র কার্যালয় থেকে একটি বিশাল আনন্দ মিছিল বের করা হয়। মিছিলটি শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে একই স্থানে এসে শেষ হয়। এ সময় নেতাকর্মীরা তারেক রহমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তনকে স্বাগত জানিয়ে বিভিন্ন স্লোগানে পুরো এলাকা মুখরিত করে তোলেন।

নেতারা বলেন, তারেক রহমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন বিএনপি ও দেশের রাজনীতির জন্য একটি ঐতিহাসিক মুহূর্ত। এর মাধ্যমে দল আরও শক্তিশালী হবে এবং গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের আন্দোলন নতুন গতি লাভ করবে। সারাদেশের ন্যায় মেহেরপুরেও এ উপলক্ষে উৎসবমুখর পরিবেশ বিরাজ করছে।

মিছিলের নেতৃত্ব দেন, মেহেরপুর জেলা বিএনপি’র সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট কামরুল হাসান। এতে অংশগ্রহণ করেন, মুজিবনগর উপজেলা বিএনপি’র সভাপতি আমিরুল ইসলাম, জেলা বিএনপি’র সাংগঠনিক সম্পাদক ওমর ফারুক লিটন, রোমান আহমেদ, সদর উপজেলা বিএনপির সভাপতি ফয়েজ মোহাম্মদ, পৌর বিএনপি’র সভাপতি আব্দুল লতিফ, সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট এহান উদ্দিন মনা, জেলা জাসাসের সদস্য সচিব বাকাবিল্লাহসহ জেলা, উপজেলা ও পৌর বিএনপি এবং অঙ্গসংগঠনের বিপুল সংখ্যক নেতাকর্মী।

[redacted]

[redacted] (2) [redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

বিএনপির আনন্দ মিছিল

বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের বাংলাদেশে আগমন উপলক্ষে গাংনী উপজেলা ও পৌর বিএনপির উদ্যোগে এক আনন্দ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল রবিবার বিকেলে বিএনপির কার্যালয়ের সামনে থেকে আনন্দ মিছিলটি শুরু হয়ে শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে সংক্ষিপ্ত সমাবেশের মাধ্যমে শেষ হয়।

মিছিলে নেতৃত্ব দেন মেহেরপুর জেলা বিএনপির সভাপতি জাভেদ মাসুদ মিল্টন।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক আখেরুজ্জামান, গাংনী উপজেলা বিএনপির সভাপতি আলফাজ উদ্দীন কালু, সাধারণ সম্পাদক আব্দুল আউয়াল, সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দাল হক, পৌর বিএনপির সভাপতি মকবুল হোসেন মেঘলা, পৌর বিএনপির সাধারণ সম্পাদক সাইদুর ইসলাম, সাংগঠনিক সম্পাদক এডাম সুমন, ইমন হোসেন, জেলা যুবদলের সাধারণ সম্পাদক কাওছার আলী, জেলা ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক সাজেদুর রহমান বিপ্লবসহ বিএনপি ও এর অঙ্গ-সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীরা।

মেহেরপুরে তারেক রহমানের দেওয়া বিবিসি বাংলার সাক্ষাৎকার প্রদর্শন

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)-এর ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান জনাব তারেক রহমানের বিবিসি বাংলাকে দেওয়া বিশেষ সাক্ষাৎকারটি জনগণের মাঝে প্রদর্শনের আয়োজন করে মেহেরপুর জেলা যুবদল।

গতকাল বুধবার সন্ধ্যায় মেহেরপুরের শামসুজ্জোহা পার্কে এই সাক্ষাৎকারটি প্রদর্শন করা হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, মেহেরপুর জেলা বিএনপি’র সাধারণ সম্পাদক জননেতা অ্যাডভোকেট কামরুল হাসান, সদর উপজেলা বিএনপির সভাপতি ফয়েজ মহাম্মদ, বিএনপি নেতা আলমগীর খান সাতু, হাফিজুর রহমান, আনছারুল হক, ইলিয়াস হোসেনসহ সিনিয়র নেতৃবৃন্দ ও নেতাকর্মীরা।